প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১)ঃ মাতৃভাষায় খুৎবা দেওয়ার শারঈ বিধান কি?

-আবদুল লতীফ
রাজপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ খুৎবা অর্থ ভাষণ। শরীয়তের পরিভাষায় খুৎবা হচ্ছে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা মানুষকে উপদেশ দান করা। যখনই কোন মানুষ মানুষকে উপদেশ দেওয়ার জন্য কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা খুৎবা দিতে চাইবে, তখনই মাতৃভাষায় খুৎবা হওয়া যরূরী। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি সকল রাসূলকে তার সম্প্রদায়ের ভাষাতেই প্রেরণ করেছি। যেন তিনি তাদের সামনে স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন' (ইবরাহীম ৪)। আল্লাহ বলেন, 'আমি কুরআনকে তোমার ভাষায় সহজ করেছি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করতে পারে (দুখান ৫৮)। অত্র আয়াত দু'টি স্পষ্ট প্রমাণ করে যে, খুৎবা এমন ভাষায় হ'তে হবে যে ভাষা মুছল্লী বুঝে। রাসূল (ছাঃ) কুরআন মজীদ পড়ে মুছল্লীদের মাতৃ ভাষায় উপদেশ দান করতেন। জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দু'টি খুৎবা দান করতেন এবং উভয় খুৎবার মধ্যে বসতেন। তিনি তাতে কুরআন পাঠ করতেন এবং লোকদের উপদেশ দিতেন। *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৪২০)*। প্রয়োজনে মুছল্লীদের সাথে কথাও বলতেন। যেমন একব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে বসে পড়লে তাকে দাঁড়াতে বলেন এবং সংক্ষেপে দু'রাক'আত 'তাহইয়াতুল মসজিদ'-এর ছালাত আদায় করতে বলেন *(মির'আত হা/১৪৩৩ -এর ভাষ্য ২/৩১৬ পৃঃ)*। কাজেই যে খুৎবা মুছল্লীরা বুঝে না, সেটা তাদের জন্য খুৎবা হ'তে পারেনা।

যারা বলেন, খুৎবা আরবী ব্যতীত অন্য ভাষায় দেওয়া যায় না। তারাই আবার ছালাতের ক্বিরাআত ফারসী ভাষায় জায়েয বলেন। দ্বিতীয়তঃ খুৎবা অর্থ ক্বিরাআত নয় যে, কেবল পড়ে গেলেই চলবে। তৃতীয়তঃ আমাদের রাসূল (ছাঃ) কেবল আরবী-ভাষীদের নবী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিশ্বনবী। অতএব বিশ্বের সকল ভাষায় জুম'আর খুৎবায় কুরআন ও হাদীছের আলোকে ব্যাখ্যাসহ খুৎবা হওয়াই শরীয়ত সম্মত। খুৎবা মুছল্লীদের মাতৃভাষায় না হ'লে খুৎবার উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। বিষয়টি বুঝতে পেরে আজকাল অনেকে খুৎবার পূর্বে মিম্বরে বসে মাতৃভাষায় ওয়ায করেন। এইভাবে তৃতীয় আরেকটি খুৎবা চালু হয়ে গেছে। যেটা নিতান্তই অনধিকার চর্চা ও নিঃসন্দেহে বিদ'আত।

প্রশ্ন (২/২)ঃ আউলিয়াদের কারামত সম্পর্কে কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র ফায়ছালা কি? কোন আউলিয়ার কারামতের উপর নির্ভর করে একথা সাব্যস্ত করা যাবে কি যে, তিনি সঠিক পথ প্রাপ্ত?

-আবদুল্লাহ
বায়েযীদ বোস্তামী, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ অলী-দের কারামত ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। কারামত হচ্ছে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে তার কোন নেক বান্দার প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শন মাত্র। আল্লাহ কখন কাকে কিভাবে এই মর্যাদা প্রদর্শন করবেন এটা একমাত্র তিনিই জানেন। এতে বান্দার কোন নিজস্ব গৌরব নেই। তাছাড়া আউলিয়া বলে কোন শ্রেণী নেই। কে যে সত্যিকারের অলী, সেটা আল্লাহ ভাল জানেন। আল্লাহ্র খাঁটি বান্দারা কখনোই নিজেকে 'অলী' দাবী করেন না।

আনাস (রাঃ) বলেন, একদা উসাইদ ইবনে হুযাইর ও আব্বাদ ইবনে বিশর (রাঃ) তাদের কোন এক প্রয়োজনে দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে আলাপ করতে থাকেন। রাত্রি ছিল ঘোর অন্ধকার। যখন তারা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট হ'তে যাত্রা করলেন, সেসময় তাদের হাতে একটা করে ছোট লাঠি ছিল। পথে বের হওয়ার পর তাদের একজনের লাঠি প্রদীপের ন্যায় আলো দিতে লাগল। আর তারা লাঠির আলোতে পথ চলতে লাগলেন। অতঃপর যখন তাদের পথ পৃথক হয়ে গেল, তখন অপরজনের লাঠিটিও আলো দিতে লাগল। অবশেষে তারা প্রত্যেকেই আপন আপন লাঠির আলোতে বাড়ী পৌঁছে গেলেন' *(বুখারী, মিশকাত পৃঃ ৫৪৪)*। অত্র হাদীছে দু'জন ছাহাবীর কারামাত প্রমাণিত হয়, এছাড়া অন্যান্য ছাহাবী, তাবেঈ, তাবে তাবেঈ ও আল্লাহ্র নেক বান্দাদের কারামত প্রমাণিত আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। তবে কারামতের কারণে কেউ 'উম্মতের বিশেষ মর্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তি' হিসাবে গণ্য হবেন না। তিনি মানুষের রোগ আরোগ্য কারী, প্রয়োজন পূরণকারী বা ইলমে গায়েবের অধিকারী হতে পারেন না। জীবিত বা মৃত অবস্থায় তাঁর প্রতি তা'যীমী সিজদা করা, নযর-নেয়ায পেশ করা, মৃত্যুর পরে তাঁর অসীলায় আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করা স্পষ্ট শিরক হবে।

প্রশ্ন (৩/৩)ঃ লোক মুখে শুনা যায়, প্রেম-ভালবাসা নাকি পবিত্র জিনিষ। উদাহরণ স্বরূপ ইউসুফ-যুলায়খা ও লায়লী-মজনুর কথা বলা হয়। লায়লী-মজনুর কথা নাকি ছিহাহ সিত্তাহ্র হাদীছে আছে। আর যারা প্রথম

http://islaminonesite.wordpress.com

থেকে দাঁড়ি রাখে, তারা নাকি জান্নাতে মজনুর বরযাত্রী হবে।

-আবদুর রহমান
ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ভালবাসা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র দান ও অমূল্য নে'মত। মানুষকে ভালবাসা, পৃথিবীর সকল সৃষ্টিকে ভালবাসা অত্যন্ত মূল্যবান গুণ। আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন। তাঁর ভালবাসার একটি ক্ষুদ্রাংশ তিনি সকল বান্দার মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন। আর সেকারনেই মাতা-পিতা ও সন্তানের মধ্যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে, আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে, রাসূল ও উম্মতের মধ্যে ভালবাসার বন্ধন সৃষ্টি হয়। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার জন্য পরস্পরকে ভালবাসবে, তার জন্য আমার ভালবাসা ওয়াজিব হবে *(মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/৫০১১)*। কিন্তু এই ভালবাসাকে অন্যায় ভাবে ব্যবহার করলে গোনাহগার হতে হবে। যেমন স্ত্রীকে ভালবাসলে নেকী পাওয়া যায়। কিন্তু পরনারীকে ভালবাসলে গোনাহগার হ'তে হয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, একজন পরনারীর সাথে যদি কোন পুরুষ নির্জনে থাকে, তবে সেখানে তৃতীয় আরেকজন থাকে, সে হ'ল শয়তান' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১১৮ 'বিবাহ' অধ্যায়)*। অতএব পরনারী বা পর পুরুষের প্রতি এবং সমকামী দুই ব্যক্তির পরস্পরের প্রতি যৌন ভালবাসা পোষণ করা হারাম (মু'মিনূন ৭)। যুলায়খার সাথে ইউসুফ (আঃ)-এর বিবাহ হয়েছিল জেল থেকে বের হওয়ার একবছর পরে এবং যুলায়খার স্বামী মারা যাবার পরে মিসরের বাদশাহের নিজস্ব উদ্যোগে। এর মধ্যে প্রেমকাহিনীর কিছু নেই। লায়লী-মজনুর কাহিনী হাদীছের কোতাবে আছে এ ধারণা মিথ্যা। আর যারা প্রথম থেকে দাড়ি রাখবে তারা জান্নাতে মজনুর বিবাহের বরযাত্রী হবে, এটাও মিথ্যা ও ভিত্তিহীন কথা।

প্রশ্ন (৪/৪)ঃ কোন ব্যক্তির মৃত্যুর সংবাদ মাইকে প্রচার করা যাবে কি?

-আবদুল বারী
গ্রাম+পোঃ নয়া দিয়াড়ী
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ 'শোকসংবাদ' নামে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করার যে রেওয়াজ আজকাল চালু হয়েছে, তা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়ঃ। হযরত আবদুল্লাহ বিন মাসঊদ (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, তোমরা শোক সংবাদ প্রচার করা হ'তে বিরত থাক। কেননা এটা জাহেলী প্রথা' *(তিরমিযী, ছহীহ মওকূফ, নায়ল ৫/৬১)*। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি মারা গেলে তোমরা কাউকে সংবাদ দিয়োনা। আমার আশংকা হয় যে, এটা শোকসংবাদের পর্যায়ভুক্ত হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এটা নিষেধ করেছেন' *(আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, নায়ল ৫/৬১)*। ফাৎহুলবারীতে ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঐসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, যা জাহেলী যুগে লোকেরা করত। তারা মৃত্যু সংবাদ প্রচারের জন্য ঘরে ঘরে ও বাজারে লোক পাঠিয়ে দিত' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬২, 'শোক সংবাদ' প্রচার করা মকরূহ' অধ্যায়)*। এর আলোকে মাইকে মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা মকরূহ বলেই অনুমিত হয়।

তবে মৃতের কাফন-দাফন ও জানাযায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে মৃতের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে প্রাণখোলা দো'আ করার জন্য নিকটাত্মীয় ও বন্ধু-স্বজনকে মৃত্যু সংবাদ জানানো আবশ্যক। জানাযার জন্য তিনটি কাতার যথেষ্ট। একটি কাতারের জন্য কমপক্ষে দু'জন মুছল্লী প্রয়োজন। ৪০ থেকে ১০০ জন হওয়া মুস্তাহাব (মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি)। মুছল্লীদের জন্য শিরক বিমুক্ত ও নির্ভেজাল তাওহীদবাদী হওয়া এবং প্রাণখোলা দো'আকারী হওয়া যরূরী *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬০)*। এই ধরণের গুণাবলী সম্পন্ন মুছল্লী বেশী হওয়া উত্তম। হাবশার বাদশাহ নাজ্জাশীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে সাথে নিয়ে কাতারবন্দী হয়ে গায়েবানা জানাযা আদায় করেন *(কুতুবে সিত্তাহ, নায়লুল আওত্বার ৫/৫১)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মৃত মুমিনের জন্য যখন একদল মুমিন জানাযার ছালাত আদায় করে এবং প্রত্যেকে মৃতব্যক্তির মাগফিরাতের জন্য সুফারিশ করে, তখন তাদের সুফারিশ কবুল করা হয়' *(মুসলিম, নাসাঈ প্রভৃতি, নায়লুল আওত্বার ৫/৫৮-৫৯)*।

বর্ণিত হাদীছগুলির আলোকে ইবনুল আরাবী বলেন, মৃত্যু সংবাদ প্রচারের তিনটি অবস্থা রয়েছে। ১- নিজ পরিবার, সাথীবর্গ ও নেককার লোকদের খবর দেওয়া। এটা সুন্নাত। ২- অধিক লোক জড়ো করে গর্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে খবর দেওয়া। এটা মকরূহ। ৩- শোক প্রকাশ ও শোকানুষ্ঠান করার জন্য লোক ডাকা। এটা হারাম'। ইমাম শাওকানী বলেন, গোসল ও কাফন-দাফনের জন্য নিকটাত্মীয়দের সংবাদ দেওয়ার ব্যাপারটিতে কারু কোন আপত্তি নেই। তবে এর বাইরে যা করা হবে, তা সাধারণ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে' *(নায়লুল আওত্বার ৫/৬৩)*।

প্রশ্ন (৫/৫)ঃ আমার একটা মেয়ের সাথে সম্পর্ক ছিল এবং তার সাথে আমার যৌন মিলনও হয়েছে। এখন

http://islaminonesite.wordpress.com

যদি আমি সেই মেয়েকে বিবাহ করি, তাহ'লে কি আমার পাপ ক্ষমা হবে। কুরআন ও হাদীছের আলোকে জানতে চাই

-আব্দুল্লাহ
থানাপাড়া, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ এরূপ নারীর বিবাহ এরূপ পুরুষের সাথে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক ব্যক্তি আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ)-এর সময়ে এক মহিলার সাথে ব্যভিচার করে। আবুবকর ছিদ্দীক (রাঃ) তাদের প্রত্যেককে একশত করে বেত্রাঘাত করেন এবং তাদের বিবাহ পড়িয়ে দেন (কুরতুবী সূরা নূর ২)। ওমর ফারূক (রাঃ) অনুরূপ ফৎওয়া প্রদান করেন *(ফাতাওয়া নাযীরিয়াহ ২য় খণ্ড ৪৭০ পৃঃ, মুহাল্লা ৯ম খণ্ড ১৫৭ পৃঃ)*। এরূপ অপরাধী খালেছ তওবা করলে পাপ ক্ষমা হবে বলে আশা করা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করতে পারেন (যুমার ৫৩)।

প্রশ্ন (৬/৬)ঃ কোন মুসলমান আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য ছিয়াম, যাকাত, হজ্জ, দান-খায়রাত, সততা ও সদাচরণ ইত্যাদি নেক আমল সমূহ করেন। কিন্তু ছালাত আদায় করেন না। এমন লোক কি জান্নাত পাবে?

-মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান
মোংলার পাড়
বারকোনা, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ইচ্ছাকৃত ভাবে ছালাত তরককারী ব্যক্তি 'কাফের' ও 'জাহান্নামী'। তবে কলেমায় বিশ্বাসী হওয়ার কারণে সে ইসলামের গণ্ডীমুক্ত খালেছ কাফের হবে না বা চিরস্থায়ী জাহান্নামীও হবে না। (১) রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্বিয়ামতের মাঠে সর্বপ্রথম বান্দার ছালাত সম্পর্কে হিসাব নেওয়া হবে। যদি তার ছালাত ঠিক হয়, তাহ'লে সমস্ত আমল ঠিক হবে। যদি ছালাতের হিসাব বরবাদ হয়, তাহ'লে তার সমস্ত আমল বরবাদ হবে। *(ত্বাবারাণী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৩৫৮)* রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে ছালাত ছেড়ে দেয়, সে কাফের' হয়ে যায় *(মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৬৯, ৫৭৪)*। ছাহাবায়ে কেরাম ছালাত ত্যাগ কারীকে কাফের মনে করতেন *(তিরমিযী, মিশকাত ৫৯ পৃঃ)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, ইসলামের বুনিয়াদ তিনটি জিনিসের উপর রাখা হয়েছে তন্মধ্যে যে কেউ একটা ছেড়ে দিবে সে কাফের হয়ে যাবে। তার একটি হল ফরয ছালাত। *(আবু ইয়ালা, ফিকহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড ৮১ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে তিনটির কোন একটি ছেড়ে দিলে সে কাফের হয়ে যাবে। তার ফরয-নফল কোন ইবাদত কবুল করা হবে না *(আবু ইয়ালা, ফিকহুস সুন্নাহ)*। হাদীছ গুলির সনদ ছহীহ।

প্রশ্ন (৭/৭)ঃ হাদীছে আছে মায়ের পায়ের নীচে সন্তানের বেহেস্ত এবং স্বামীর পায়ের নিচে স্ত্রীর বেহেস্ত। তাহলে মাতা বা স্বামীর পায়ের নিচে কি সত্যিই বেহেস্ত আছে? যদি থাকে তাহ'লে বেহেস্ত দু'টির নাম কি?

-আবদুল ওয়াহেদ সরকার
গ্রামঃ আমড়া, পোঃ গোপালপুর
ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর।

উত্তরঃ প্রশ্নে বর্ণিত 'পায়ের নীচে' অর্থ তাদের সন্তুষ্টির কারণে। দুনিয়াতে কোন জান্নাত থাকে না। তাই পায়ের নীচে জান্নাত খুঁজে পাওয়া যাবে না। ঐ জান্নাত দু'টির পৃথক কোন নাম নেই। অন্যেরা যে জান্নাতে থাকবে, সে সেখানেই থাকবে। তবে মায়ের পায়ের নীচে নয়, বরং পায়ের নিকটে সন্তানের বেহেস্ত রয়েছে- কথাটি ঠিক। জাহিমা (রাঃ) একদা রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমি যুদ্ধে যেতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তোমার মা আছেন কি? আমি বললাম, জি। তিনি বললেন, তাঁর খিদমত কর। তাঁর পায়ের নিকট জান্নাত রয়েছে' *(আহমাদ, নাসাঈ, মিশকাত ৪২১ পৃঃ সনদ 'জাইয়িদ' বা উত্তম, হা/৪৯৩৯)*।

পিতা-মাতার সন্তুষ্টির কারণে জান্নাত লাভ করা যায়। তবে 'স্বামীর পায়ের নীচে জান্নাত' একথার প্রমাণে কোন হাদীছ পাওয়া যায়নি। কিন্তু স্বামীর আনুগত্য ও তার সন্তুষ্টিতে স্ত্রী জান্নাত লাভ করতে পারে, তার প্রমাণে একাধিক হাদীছ রয়েছে। যেমন- উম্মে সালামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বললেন, কোন নারী তার স্বামীকে সন্তুষ্ট রেখে মৃত্যু বরণ করলে সে জান্নাতে যাবে' *(তিরমিযী, মিশকাত পৃঃ ২৮১, সনদ হাসান)*।

প্রশ্ন (৮/৮)ঃ কলেজ, স্কুল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে দান করলে নেকী পাওয়া যাবে কি?

-আবু তাহের
সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন
যেলাঃ ভোলা।

উত্তরঃ কলেজ, স্কুল ও সরকারী প্রতিষ্ঠানে দান করলে নেকী পাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ দুনিয়াবী উদ্দেশ্যে যে সকল বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়, সে সমস্ত বিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের জন্য যাকাত বা ছাদাক্বার অংশ নেই (তওবা ৬০)।

http://islaminonesite.wordpress.com

প্রশ্ন (৯/৯)ঃ খাওয়া অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সালাম দেওয়া যায় কি?

-মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ
সাং- কাচিয়া, থানা বুরহানুদ্দীন
যেলাঃ ভোলা।

উত্তরঃ যে কোন অবস্থায় মুমিনকে সালাম দেওয়া যায়। এমনকি কুরআন তেলাওয়াত, ছালাত ও পেশাব-পায়খানার অবস্থাতেও সালাম দেওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মুমিনের জন্য মুমিনের উপরে ছয়টি 'হক' রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হ'ল সাক্ষাত কালে সালাম দেওয়া (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৩৯৭)।

আবু জোহাইম (রাঃ) বলেন, আমি একবার নবী করীম (ছাঃ)-এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যে সময় তিনি পেশাব করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি উঠে এসে তায়াম্মুম করে জবাব দিলেন (বুখারী, মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ৫৪)। ছালাত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে রাসূল (ছাঃ) ইশারায় তার উত্তর দিতেন *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৯৯১, পৃঃ ৯১; হাদীছ ছহীহ)*।

প্রকাশ থাকে যে, কুরআন তেলাওয়াত অবস্থায় সালামের উত্তর না দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২১৯৮, পৃঃ ১৯১)*।

প্রশ্ন (১০/১০)ঃ কোন ছেলে মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে দেখতে পারে কি? এবং অভিভাবকের পসন্দ হ'লেই চলবে, না উভয়ের পসন্দ হ'তে হবে।

-জুয়েল, রহমান, রুমেল, শিমন
সাং- জগতপুর
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কোন ছেলে কোন মেয়েকে বিবাহ উপলক্ষে একবার মাত্র দেখতে পারে। মুগীরা ইবনে শো'বা (রাঃ) বলেন, আমি একজন মহিলাকে বিবাহের প্রস্তাব করলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি তাকে দেখছ কি? আমি বললাম, না। তিনি বললেন, তাকে দেখে নাও। কেননা এটা তোমাদের মধ্যে ভালবাসা সৃষ্টি করবে *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৩১৭, পৃঃ ২৬৯)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট এসে বলল, আমি জনৈকা আনছারী মহিলাকে বিবাহ করতে চাই। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি তাকে প্রথমে দেখে নাও। কেননা আনছারীদের (কোন কোন লোকের) চোখে দোষ থাকে *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৬৮)*। হাদীছ দ্বয় প্রমাণ করে যে, বিবাহের পূর্বে মেয়েকে দেখা যায়।

প্রকাশ থাকে যে, বিবাহ মূলতঃ সাবালক ছেলে ও মেয়ের পসন্দের উপরেই নির্ভর করে *(মুসলিম, বুখারী, মিশকাত হা/৩১২৭-২৮; বিবাহ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-২)*।

তবে পিতা বা অভিভাবকের সম্মতি ব্যতীত কোন মেয়ে একাকী বিবাহ বসতে পারে না *(আহমাদ, তিরমিযী প্রভৃতি; মিশকাত হা/৩১৩১)*। অনুরূপভাবে পিতাকে অসন্তুষ্ট রেখে ছেলেরও বিয়ে করা উচিত নয়। কেননা পিতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি এবং পিতার অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি' *(তিরমিযী, হাকেম; মিশকাত হা/৪৯২৭; তানক্বীহ ৩/৩২৮ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১১/১১)ঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করা যায় কি? কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

-আবদুল বারী
সাং- হাজীটোলা, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারেন, যদি তিনি নিজের হজ্জ আগে করে থাকেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হজ্জ পালন কালে জনৈক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন যে, 'আমি শুবরুমার পক্ষ হ'তে উপস্থিত হয়েছি'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, শুবরুমা কে? সে বলল, 'আমার ভাই' অথবা নিকটাত্মীয়। রাসূল (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তুমি নিজের হজ্জ করেছ কি? সে বলল, না। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তুমি নিজের হজ্জ কর। অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ কর' *(আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯, পৃঃ ২২২; সনদ ছহীহ)*।

প্রশ্ন (১২/১২)ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে?

-মামূনুর রশীদ
সাং- চেয়ারম্যান পাড়া
পোঃ গোপালবাড়ী
যেলাঃ নীলফামারী।

উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নাম সপ্তম আকাশের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ঐ জাহান্নামকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা হয়েছে' (আলে ইমরান ১৩১)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক আর ইচ্ছামত খাও' (বাক্বারাহ ৩৫, আ'রাফ ১৯)। এক সময় আল্লাহ বললেন, 'তোমরা এখান থেকে (জান্নাত থেকে) বের হয়ে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান স্থল ও খাদ্যোপকরণ সমূহ' (বাক্বারাহ ৩৬)।

http://islaminonesite.wordpress.com

উপরোক্ত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াত ও ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আদম ও হাওয়া জান্নাতে বসবাস করেছেন। এতদ্ব্যতীত মে'রাজের হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম সমূহ সপ্তম আসমানের উপরে 'সিদরাতুল মুনতাহা'-তে সৃষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি মিশকাত 'মি'রাজ' অধ্যায়, হা/৫৮৬২-৬৬, হা/৫৬৯৬ 'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩)ঃ যুবকরা আজকাল গলায় স্বর্ণের চেইন পরছে। এ বিষয়ে শরীয়তের বিধান কি? হারাম হ'লে এবিষয়ে আলেমদের ভূমিকা কেমন হওয়া দরকার?

-আবদুস সাত্তার
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ যুবক হৌক আর বৃদ্ধ হৌক পুরুষের জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার নিষিদ্ধ। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করা হারাম এবং মেয়েদের জন্য তা হালাল *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৭৭)*।

বর্তমানে যুবকেরা যে গালায় স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করছে এবং অনেকেই বিয়েতে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছেলেদেরকে স্বর্ণের আংটি, চেইন ইত্যাদি উপহার দিচ্ছেন এটি সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী কাজ। কেননা স্বর্ণ পুরুষদের জন্য ব্যবহার করা হারাম। অতএব শুধু আলেম সমাজ নয়, সকলেরই উচিৎ এ ধরণের ইসলাম বিরোধী 'কালচার' পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠন করা। উক্ত ছহীহ হাদীছটি প্রত্যেক মুসলমানের কাছে পৌছে দেওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাতে করে আমাদের যুবকেরা আল্লাহ্র পথে ফিরে আসে।

প্রশ্ন (১৪/১৪)ঃ আমি ছোটবেলা থেকে আমাদের উস্তাদজীদের মুখে শুনেছি এবং পড়েছি যে, كل أمر ذى بال لايبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر– ***অর্থঃ প্রত্যেক কাজ যা বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা হয় না, তা অসম্পূর্ণ'। এখন শুনছি হাদীছটি যঈফ। কোন কিতাবে হাদীছকে যঈফ বলা হয়েছে জানালে উপকৃত হব।***

-মুজীবুর রহমান
লালগোলা, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিম বঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ হাদীছটি খত্বীব বাগদাদী স্বীয় তারীখে (৫/৭৭ পৃঃ) ও সুবকী স্বীয় তাবাক্বাতে শাফেঈয়াহ-তে (১/৬ পৃঃ) বর্ণনা করেছেন। হাদীছটি 'অধিকতর যঈফ' (ضعيف جدا) *(আলোচনা দেখুনঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১)*। এমনকি সকল কাজের শুরুতে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলার বিষয়ে ইবনু মাজাহতে (হা/১৮৯৪) বর্ণিত হাদীছটিও 'যঈফ' *(ঐ হা/২)*। তাই বলে যেন কেউ না ভাবেন যে, বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ বলা যাবে না। বরং অসংখ্য ছহীহ হাদীছে প্রমাণ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিভিন্ন কাজের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ও শেষে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতেন। 'আলহামদুলিল্লাহ 'আলা কুল্লে হাল' অর্থাৎ 'সকল অবস্থায় আল্লাহ্র প্রশংসা' এই মর্মেও আবুদাউদ, নাসাঈ প্রভৃতি গ্রন্থে ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(মিশকাত হা/২৪১০)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫)ঃ জুম'আর খুৎবা চলা কালীন সময়ে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করা যাবে কি? অনেকে ঐ সময় ছালাত আদায় করতে নিষেধ করেন। বিস্তারিত জানতে চাই।

-ছিদ্দীকুর রহমান
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় কোন মুছল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে সংক্ষেপে দু'রাক'আত নফল ছালাত পড়ে বসতে হবে। যাকে 'তাহ্ইয়াতুল মসজিদ' বলা হয়। দলীলঃ

(১) হযরত জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা খুৎবা দানকালে এরশাদ করেন, 'যখন তোমাদের কেউ জুম'আর দিন খুৎবা অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করবে, তখন সে যেন সংক্ষিপ্তভাবে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে নেয়' (মুসলিম, মিশকাত হা/১৪১১ 'জুম'আর খুৎবা' অনুচ্ছেদ)।

(২) হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন যে, একদা এক ব্যক্তি জুম'আর সময় মসজিদে প্রবেশ করল। এমন সময় যে তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুৎবা দিচ্ছিলেন। তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকে দু'রাক'আত ছালাত আদায়ের নির্দেশ দিলেন' (আহমাদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ)। তিরমিযী হাদীছটিকে 'ছহীহ' বলেছেন এবং উক্ত বর্ণনায় আরও স্পষ্টভাবে এসেছে যে, ঐ ব্যক্তির ঐ দু'রাক'আত ছালাত আদায় কালে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) খুৎবা চালিয়ে যাচ্ছিলেন'। 'ঐ সময় রাসূল (ছাঃ) খুৎবা বন্ধ রেখেছিলেন' বলে দারাকুৎনীতে আনাস (রাঃ) থেকে যে বর্ণনা (হা/১৬০২) এসেছে, খোদ দারাকুৎনী সেটিকে 'ধারণা মাত্র' (وَهْم) বলেছেন এবং

http://islaminonesite.wordpress.com

হাদীছটি 'যঈফ' (ঐ, তাহকীক)। বরং দারাকুৎনী সহ আহমাদ ও অন্যান্য রেওয়ায়াতে এসেছে যে, ঐ ব্যক্তি দু'রাক'আত না পড়েই বসেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি ছালাত পড়েছ? লোকটি বলল, না। তখন তিনি তাকে বললেন, দু'রাক'আত পড়ে নাও এবং পুনরায় কখনো এরূপ (ভুল) করো না' *(নায়লুল আওত্বার ৪/১৯৩; ছহীহ তিরমিযী হা/৪২১-২২; দারাকুৎনী হা/১৬০৪)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬)ঃ ছালাতরত মুক্তাদীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করা যায় কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানতে চাই।

আবদুল মুমিন
গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

উত্তরঃ মুছল্লীর সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করা অতীব গোনাহের কাজ। এইভাবে অতিক্রমকারীকে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছে 'শয়তান' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে এবং ঐ ব্যক্তিকে বাধা দিতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মিশকাত হা/৭৭৭)*। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি হাদীছে এসেছে তিনি বলেন যে, আমি (বিদায় হজ্জের সময়) গাধার পিঠে সওয়ার হয়ে জামা'আতে শরীক হওয়ার জন্য এলাম। এই সময় আমি কয়েকটি ছফের সম্মুখ দিয়ে অতিক্রম করলাম। অতঃপর সওয়ারী থেকে নামলাম ও সেটিকে চরে খাওয়ার জন্য ছেড়ে দিলাম। এরপর আমি একটি ছফে প্রবেশ করলাম। কিন্তু আমার এই কাজে কেউ ইনকার করল না' *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৬৯ 'সুৎরা' অধ্যায়)*। উক্ত হাদীছের আলোকে ইমাম বুখারী অধ্যায় রচনা করেছেন যে, 'ইমামের সুৎরা মুক্তাদীর জন্য সুৎরা হবে'। কেননা রাসূল (ছাঃ) পৃথকভাবে মুক্তাদীদের জন্য কোন পর্দা বা সুৎরার কথা বলেননি' *(ইরওয়া উল গালীল হা/৫০৪)*।

ইবনু আবদিল বার্র বলেন যে, অত্র হাদীছ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছকে 'খাছ' করে। অর্থাৎ আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ একাকী মুছল্লী বা ইমামের জন্য নির্দিষ্ট। অতএব ইমামের সম্মুখের সুৎরার ভিতর দিয়ে যাওয়া একেবারেই নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ইবনু আব্বাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ দ্বারা (নিতান্ত প্রয়োজনে) মুক্তাদীদের সম্মুখ দিয়ে যাওয়া জায়েয প্রমাণিত হয় *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৭০; ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৯২)*। অমনিভাবে ত্বাওয়াফের সময় মাত্বাফে কোন সুৎরা নেই *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ; নায়ল ৩/২৬০-৬১, ফিকহুস সুন্নাহ ১/১৯৩)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭)ঃ জাদু বিদ্যা শিক্ষা করা যায় কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
দিয়াড় মানিক চক
চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ জাদু করা বা জাদু বিদ্যা শিক্ষা করা হারাম। এটি নেক আমল সমূহকে বিনষ্ট করে ফেলে। হযরত আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বস্তু হতে তোমরা বেঁচে থাক। ছাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন হে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সেগুলি কি? জওয়াবে তিনি বললেন, সেগুলি হচ্ছে আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, জাদু করা, অন্যায়ভাবে কোন মানুষকে হত্যা করা যা আল্লাহ হারাম করেছেন, সূদ খাওয়া, ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, যুদ্ধের ময়দান হ'তে পিছু হটে আসা এবং পূত পবিত্র মুসলমান মহিলাদের চরিত্র সম্পর্কে কুৎসা রটনা করা *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২)*।

ছহীহ বুখারীতে হযরত বাজালা ইবনে আবাদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে তিনি বলেন, হযরত ওমর (রাঃ) লিখিত ফরমান জারি করেন যে, তোমরা প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলা জাদুকরকে হত্যা করে ফেল'। বর্ণনাকারী বলেন, এই ফরমানে তিন জন জাদুকরকে হত্যা করা হয় (মুহাম্মাদ বিন আবদুল ওয়াহ্হাব, কিতাবুত তাওহীদ পৃঃ ৪৪-৪৫)।

প্রশ্ন (১৮/১৮)ঃ সত্যতা প্রমাণের জন্য অনেকে পিতা-মাতা ও কুরআনের কসম করে থাকেন। এটা কি শরীয়ত সম্মত?

-আবদুল জব্বার
শিরোইল, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারু নামে কসম করা শরীয়তে সিদ্ধ নয়। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা তোমাদের পিতাদের নামে কসম খেতে নিষেধ করেছেন। অতএব যে কসম খেতে চায়, সে যেন আল্লাহ্র নামে কসম খায় অথবা চুপ থাকে (মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪০৭ 'কসম ও মানত' অধ্যায়)। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম করল, সে কুফরী বা শিরক করল' (ছহীহ তিরমিযী হা/১২৪১)।

প্রশ্ন (১৯/১৯)ঃ সূরা মায়েদাহ ৩৫ নং আয়াতে বর্ণিত অসীলা-র অর্থ কি?

-আশেকে রব্বানী
পোঃ +থানাঃ গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

http://islaminonesite.wordpress.com

উত্তরঃ অসীলা-র আভিধানিক অর্থ নৈকট্য (القربة)। পারিভাষিক অর্থঃ যার মাধ্যমে উদ্দিষ্ট বস্তুর নিকটবর্তী হওয়া যায় (আল-কামূসুল মুহীত্ব)। আয়াতে বর্ণিত 'অসীলা'র অর্থঃ তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর'। ক্বাতাদাহ বলেন, উক্ত আয়াতের অর্থ হচ্ছে তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য ও যে কাজে তিনি সন্তুষ্ট হন, সে সকল কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর'। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন যে, এই ব্যাখ্যায় মুফাস্সির গণের মধ্যে কোন মতবিরোধ নেই'। এতদ্ব্যতীত 'অসীলা' হ'ল জান্নাতের বিশেষ মর্যাদামণ্ডিত ও সর্বোচ্চ স্থানের নাম, যা আরশের নীচে ও সর্বাধিক নিকটবর্তী। যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দান করা হবে। যে জন্য আযানের শেষে দো'আ করতে হয়।

অতএব মুফাসসিরগণ যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন সেটি হ'লঃ তোমরা সৎ কাজের মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য অন্বেষণ কর। অনেকেই উক্ত আয়াতের অপব্যাখ্যা করে আম্বিয়া, আউলিয়া ও পীর-মাশায়েখের 'অসীলা' ধরার কথা বলে থাকেন। যা নিতান্তই ভিত্তিহীন কথা মাত্র।

প্রশ্ন (২০/২০)ঃ আমি স্বল্প শিক্ষিত হানাফী মাযহাবের লোক। আমার জানা মতে أهل الحديث অর্থ দাঁড়ায় হাদীছের অনুসারী। তাহ'লে তো কুরআন বাদ পড়ে যায়। এই নামটি কি তাহ'লে ঠিক হলো? আহলে হাদীছের সংজ্ঞা আপনারা কিভাবে দেন, জানালে খুশি হব।

-শরীয়তুল্লাহ
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছাহাবায়ে কেরামের স্বর্ণযুগ হতেই এই নাম চালু আছে। 'আহ্লুল হাদীছ' নামটি কুরআন ও হাদীছ উভয়কে শামিল করে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اَللّٰهُ نَزَّلَ اَحْسَنَ الْحَدِيْثِ

'আল্লাহ সর্বোত্তম হাদীছ অবতীর্ণ করেছেন' অর্থাৎ কুরআন। এমনিভাবে আল্লাহ্র রসূলের কথা, কর্ম ও মৌন সম্মতিকেও হাদীছ বলা হয়েছে। সুতরাং أهل الحديث। -এর অর্থ দাঁড়ায় 'কুরআন ও হাদীছের অনুসারী'। পারিভাষিকভাবে আহলুল হাদীছের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নিম্নরূপঃ 'যারা সর্বাবস্থায় পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ হ'তে সরাসরি অথবা তার ভিত্তিতে প্রদত্ত ফায়ছালাকে সকল ব্যাপারে চূড়ান্ত সমাধান হিসাবে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেন ও নিঃশর্ত ভাবে তা গ্রহণ করেন, তাঁদেরকে 'আহলেহাদীছ' বলা হয়'। দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কৃত ডক্টরেট থিসিস, *'আহলেহাদীছ আন্দোলন', পৃঃ ৬৫।*

প্রশ্ন (২১/২১)ঃ গণকের কাছে গিয়ে কি কোন কথা জিজ্ঞেস করা যায়? এ সম্পর্কে হাদীছে কিছু ইঙ্গিত আছে কি?

মতীউর রহমান
দক্ষিণ হালিশহর
চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়তে এটি জায়েয নয়। গণককে বিশ্বাস করলে বা তার কথা সত্য বলে ধারণা পোষণ করলে আমল বরবাদ হয়ে যাবে। হযরত হাফছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যে ব্যক্তি গণকের কাছে যায় এবং (তার কথা সত্য বলে বিশ্বাস করে) তাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*।

প্রশ্ন (২২/২২)ঃ কবরে মাটি দেওয়ার সময় مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ***দো'আটি পড়া যায় কি?***

-আবদুছ ছামাদ
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তরঃ এটি মূলতঃ সূরা ত্বা-হা-র ৫৪ নং আয়াত। উক্ত আয়াতটি মাটি দেওয়ার সময় পড়ার প্রমাণে একটি হাদীছ বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেমে আবু উমামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু হাদীছটি 'যঈফ'। বরং কবর বন্ধ করার পরে মাথার দিক থেকে তিন মুঠো করে মাটি ছড়িয়ে দেওয়াই শারীয়ত সম্মত *(নায়লুল আওত্বার ৫/৯৭ 'কবরে প্রবেশ করানো ও মাটি ছড়িয়ে দেওয়া অধ্যায়; ফিকহুস সুন্নাহ ১/২৯১)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩)ঃ ইমাম ভুলক্রমে অপবিত্র অবস্থায় ইমামতি করলে তার ও মুক্তাদীগণের ছালাতের কি অবস্থা হবে জানালে বাধিত হব।

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
পশ্চিমপাড়া কোয়ার্টার
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ উপরোল্লেখিত অবস্থায় মুক্তাদীদের ছালাত সিদ্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু ইমামকে উক্ত ছালাত পুনরায় আদায় করতে হবে। এ প্রসঙ্গে দলীল নিম্নরূপঃ

১। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, ইমামগণ তোমাদের ছালাত পড়াবেন। যদি তারা ঠিকমত পড়ান, তবে তা তোমাদের সকলের

http://islaminonesite.wordpress.com

, জন্য। আর যদি বেঠিক পড়ান, তবে তা তোমাদের পক্ষে ও তাদের বিপক্ষে হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৩ 'ইমামের কর্তব্য' অনুচ্ছেদ)*।

২। হেশাম বিন ওরওয়াহ তার পিতা হতে বর্ণনা করেন যে, ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ) ছালাত আদায় করেছিলেন *(লোকদের নিয়ে)* অপবিত্র অবস্থায়। পরে তিনি উক্ত ছালাত নিজে পুনরায় আদায় করে ছিলেন *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*।

৩। হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) লোকদের নিয়ে আছরের ছালাত আদায় করেছিলেন বে-ওযূ অবস্থায়। পরে তিনি তা একাই আদায় করেছিলেন। কিন্তু তাঁর সাথীরা পুনরায় পড়েননি *(মুহাল্লা ৩/১৩৩)*। উক্ত আছার দু'টির সনদ ছহীহ, *মুহাল্লা ৩/১৩৪*।

প্রশ্ন (২৪/২৪)ঃ কোন ব্যক্তি কোন ওযর ছাড়াই বাড়িতে ছালাত আদায় করলে তার ছালাত হবে কি? ছহীহ হাদীছের আলোকে জানাবেন।

-মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম
চিতলমারী, বাগেরহাট।

উত্তরঃ মসজিদে গিয়ে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব, যা একাধিক আয়াত ও ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আল্লাহ বলেন, তোমরা 'ছালাত কায়েম কর ও রুকুকারীদের সাথে রুকু কর' অর্থাৎ জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় কর। অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমকে রাসূল (ছাঃ) ওযরের কারণে বাড়িতে ছালাত আদায় করার অনুমতি দেননি *(মুসলিম, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)*। যারা জামা'আতে ছালাত আদায় করতে আসলো না, তাদের বাড়িতে নবী করীম (ছাঃ) আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা পোষন করেছিলেন *(বুখারী, মিশকাত ৯৫ পৃঃ)*। উপরের দলীল সমূহ দ্বারা জামা'আতে ছালাত আদায় করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়। এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি বাড়িতে ছালাত আদায় করে, তাহ'লে অন্যান্য হাদীছ অনুযায়ী তার ছালাত আদায় হয়ে যাবে ও ছওয়াব কম হবে এবং শারঈ ওযর ব্যতীত জামা'আত ত্যাগের কারণে গুনাহগার হবে।

প্রশ্ন (২৫/২৫)ঃ জামে মসজিদ ও ঈদগাহের মুছল্লীগণ সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে যদি নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরী করে, তাহ'লে নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-আবদুল বাকী
সাং- কোদালকাটি
পোঃ ভোলাডাংগী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ শারঈ অনুমোদন ব্যতীত সামান্য কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে যিদ বশতঃ নতুন জামে মসজিদ ও ঈদগাহ তৈরী করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। এতে মুসলিম সমাজে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়। ঈমানদারগণের মধ্যে বিভক্তি সৃষ্টি করে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয়, তা 'মসজিদে যেরারে' পরিণত হয়। আর 'মসজিদে যেরার' প্রতিষ্ঠাকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন (সূরা তওবা ১০৭)।

প্রশ্ন (২৬/২৬)ঃ আমার স্ত্রীর কঠিন রোগ হ'ল আমি মানত করি যে, যদি আমার স্ত্রীর রোগ ভাল হয়ে যায় তাহ'লে আল্লাহ্‌র নামে একটি কোরবানী করব। সেই মুহূর্তে রোগ ভাল হয়ে যায়। এখন কেউ বলে উক্ত কোরবানী ছাদাকায়ে জারিয়াহ্ হয়েছে। অতএব তা সম্পূর্ণ রূপে গরীবদের মাঝে বন্টন করতে হবে। আবার কেউ বলে উক্ত কোরবানী, কোরবানীর গোশ্‌তের মত বন্টন করতে হবে। তিন ভাগের একভাগ গরীবদের, এক ভাগ আত্মীয় এবং একভাগ নিজে খাওয়া যাবে। এমতাবস্থায় আমি কি করতে পারি, আপনাদের মতামতের অপেক্ষায় আছি।

-সিপাহী আলিয়ার রহমান
১০ ই, বেঙ্গল ডি কোম্পনী
খাগড়াছড়ি সেনানিবাস
পার্বত্য চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ প্রথমে আপনার এই বিশ্বাস দূর করতে হবে যে আপনার মানত-এর কারণে আপনার স্ত্রীর রোগ ভাল হয়েছে। কেননা মানত-এর কোন শক্তি নেই। যদি কোন ব্যক্তি অনুরূপ ধারণা রাখে, তাহ'লে তা শির্‌ক এর পর্যায়ে পড়ে যাবে। আবু হুরায়রা ও ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা মানত করবেনা। কেননা তাতে ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না। এতে কৃপণদের নিকট থেকে কিছু মাল বেরিয়ে আসে মাত্র' *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত 'নযর' অধ্যায় হা/৩৪২৬, পৃঃ ২৯৭)*। তবে মানত করলে তা পূরণ করতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৩৪৩৩)*।

আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত মানতটি ছাদাক্বা এবং এটা শুধু গরীব-মিস্‌কীনদের হক। কোরবানীর সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। হযরত ওক্ববা ইবনে আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন 'মানত-এর কাফফারা এবং কসম-এর কাফফারা একই' *(মুসলিম, মিশকাত পৃঃ ২৯৭)*। যেহেতু কসম-এর কাফফারা গরীবদের হক। সেহেতু মানত-এর কাফ্‌ফারাও গরীবদের হক হবে। কসমের কাফফারা হ'ল ১০ জন মিসকীনকে মধ্যম ধরনের খাদ্য বা পোষাক প্রদান করা অথবা একটি গোলাম আযাদ করা। তাতে অপারগ হ'লে

http://islaminonesite.wordpress.com

তিনটি ছিয়াম পালন করা' (মায়েদাহ ৮৯)।

প্রশ্ন (২৭/২৭)ঃ জিন তাড়ানোর জন্য বাড়ীর চার কোণে চারটি ও মাঝখানে একটি কাঁচের বোতলে খাড়া লোহা ঢুকিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা এবং পোঁতার সময় নিম্নস্বরে আযান দেওয়া ও পাতিলের ঢাকনায় আয়াতুল কুরসী লিখে আঙ্গিনার মাঝে লম্বা বাঁশের মাথায় ঝুলিয়ে রাখা জায়েয হবে কি? না হ'লে জিন থেকে আশ্রয়ের উপায় কি?

-মুহাম্মাদ আনোয়ার বিন খায়রুয যামান
সাং- দক্ষিণ বোয়ালিয়া
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ প্রথমতঃ আপনাকে এ বিশ্বাস ত্যাগ করতে হবে যে জিন-শয়তান আপনার কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে। কেননা মঙ্গল ও অমঙ্গলের একমাত্র মালিক আল্লাহ (ইউনুস ১০৭)। অতঃপর প্রশ্নে উল্লেখিত পন্থাটি পুরোপুরি কুরআনুল করীমের অবমাননা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের শামিল। আল্লাহ বলেন, '(হে রাসূল!) আপনি বলে দিন যে, তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত সমূহ ও রাসূলের সাথে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছ?' (তওবা ৬৫)। দ্বিতীয়তঃ এটা গন্ডা-তাবীয-এর পর্যায়ে পড়ে। ছহীহ হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি তাবীয লটকালো, সে শিরক করল' *(আহমাদ, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৪৯২)*। তৃতীয়তঃ ইসলামী শরীয়তে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না বিধায় এটা একটি বিদ'আতী পন্থা। তবে সূরা নাস ও ফালাক্ব এবং আয়াতুল কুরসী অথবা নিজে সূরা বাক্বারাহ পড়ে বা পড়িয়ে ফুঁক দিয়ে জিন থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় প্রার্থনা করা হাদীছ সম্মত পন্থা। এতদ্ব্যতীত এমন সব ঝাড়-ফুঁক করা যাবে, যাতে শিরক নেই *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬০)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮)ঃ শ্বশুর জামাই একই বিছানায় শোয়ার পর জামাইয়ের কাম আবেগের হাত শ্বশুরের গাত্র স্পর্শ করল। এমতাবস্থায় জামাইয়ের জন্য তার স্ত্রী হারাম হয়ে যাবে কি? এখন আত্মশুদ্ধির উপায় কি?

-আসুতর রহমান
সাং- দাইপুখুরীয়া, শিবগঞ্জ
রাজশাহী।

উত্তরঃ ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক যে সমস্ত কারণে কোন ব্যক্তির স্ত্রী হারাম হয়ে যায়, আপনার প্রশ্নে উল্লেখিত কারণটি তার অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব স্ত্রী হারাম হবে না। এ ধরণের কর্মকাণ্ড অত্যন্ত অশোভনীয় কাজ। আল্লাহ্র নিকটে খালেছ অন্তরে তওবা করুন। মনে রাখবেন এক্ষেত্রে তওবা কবুল হবার জন্য শর্ত হ'ল তিনটি। ১- এরূপ কাজ আর কখনোই না করা। ২- লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া এবং ৩- ভবিষ্যতে এরূপ কাজ না করার জন্য প্রতিজ্ঞা করা। যদি এগুলির কোন একটি শর্ত তরক করেন, তবে আপনার তওবা সিদ্ধ হবে না (রিয়াযুছ ছালেহীন 'তওবা' অধ্যায় পৃঃ ৪১-৪২)। অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলুন ও সর্বদা শুদ্ধ চিন্তা করুন। দ্বীনী সাহিত্য পাঠ করুন। ছালাতের মধ্যে কান্নার চেষ্টা করুন। ইনশাআল্লাহ এর মাধ্যমেই আপনার আত্মশুদ্ধি ঘটবে।

প্রশ্ন (২৯/২৯)ঃ 'মোরাকাবা' কি? এটা কি কুরআন-হাদীছ সম্মত? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি মোরাকাবা করেছেন?

-আবদুল হামীদ তালুকদার
শিরীন কটেজ
নাটাইপাড়া রোড, বগুড়া।

উত্তরঃ 'মুরাক্বাবা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থঃ কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ তা'আলার কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টি জগত অথবা তাঁর আশ্চর্য নিদর্শনাবলীর গবেষণায় কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থাকা (লুগাতুল হাদীছ ৮ম খণ্ড পৃঃ ১১৩)।

প্রচলিত অর্থে ছূফীদের আবিষ্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটিয়ে আল্লাহ্র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার মত্ততা ও উল্লাস করাকে মুরাক্বাবা বলে হয়ে থাকে। ইসলামী শরীয়তে এইরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এটি ছূফীদের আবিষ্কৃত প্রথা মাত্র। এই বিদ'আতী তরীকা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (৩০/৩০)ঃ কোন মুসলমান বেদ্বীন, হিন্দুর রক্ত তার শরীরে নিতে পারবে কি?

অধ্যাপক স.ম. আবদুল মজীদ কাজিপুরী
আল-হুজরাত
মহাদেবপুর কলেজ পাড়া, নওগাঁ

উত্তরঃ যদি কোন মুসলমান এমন অসুস্থ হয় যে, রক্ত গ্রহণ ব্যতীত তার জীবন রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। তাহ'লে সেক্ষেত্রে বেদ্বীন ও অমুসলমানের রক্ত গ্রহণে কোন ক্ষতি নেই (নাহল ১১৫, আনআম ১১৯)। এছাড়াও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মুশরিকদের হাদীয়া বা দান গ্রহণ করেছেন (বুখারী পৃঃ ৩৫৬, 'মুশরিকদের নিকট থেকে হাদীয়া গ্রহণ' অধ্যায়)।

http://islaminonesite.wordpress.com